



## 41633 - ঈদরে দনিসহ যলিহজ্জ মাসরে দশদনি রোযা রাখা ক মুস্তাহাব

### প্রশ্ন

আমি আপনাদরে ওয়বে সাইটে আরাফার দনি রোযা রাখার ফযলিত সম্পর্কে পড়ছি। কিন্তু, আমি যলিহজ্জ মাসরে দশদনি রোযা রাখার ফযলিত সম্পর্কেও পড়ছি; এটা কিসঠকি? যদি এটা সঠিক হয় তাহলে আপনি যদি আমাকে নশিচতি করতনে যে আমরা ক ৯ দনি রোযা রাখব; নাকি দশদনি। কনেনা ১০ তম দনি ঈদরে দনি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যলিহজ্জ মাসরে ৯ দনি রোযা রাখা মুস্তাহাব। এর সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিসে: “অন্য যে কোন সময়ের নকে আমলের চয়ে আল্লাহর কাছে এ দনিগুলোর নকে আমল অধিক প্রিয়। তারা (সাহাবীরা) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর পথে জহিাদও নয়? তিনি বললেন: আল্লাহর পথে জহিাদও নয়; তবে কোন লোক যদি তার জানমাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং কোন কিছু নিয়ে ফেরত না আসে সে ব্যতীত।” [সহি বুখারী (৯৬৯)] হুনাইদা বনি খালদে তার স্ত্রী থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন একজন স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৯ই যলিহজ্জ, আশুরার দনি এবং প্রতমাসে তনিদনি রোযা রাখতনে: মাসরে প্রথম সোমবার ও যে কোন দুই বৃষ্ণপতবার। [মুসনাদে আহমাদ (২১৮২৯), সুনানে আবু দাউদ (২৪৩৭), ‘নাসবুর রায়াহ’ গ্রন্থে (২/১৮০) হাদিসটিকে দুর্বল বলা হয়েছে; আলবানী সহি বলছেন]

আর ঈদরে দনি রোযা রাখা হারাম। এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) এর মারফু হাদিস: “ঈদুল ফতিররে দনি ও কোরবানির দনি রোযা রাখতে নষিধে করছেন” [সহি বুখারী (১৯৯২) ও সহি মুসলমি (৮২৭)]। এ দুইদনি রোযা রাখা ‘হারাম’ হওয়া মর্মে আলমেগণ ইজমা (ঐক্যমত) করছেন।

এ দশদনি নকে আমল করা অন্য যে কোন দনি নকে আমল করার চয়ে বেশী মর্যাদাপূর্ণ। তবে, রোযা রাখা যাবে শুধু ৯ দনি। ১০ ই যলিহজ্জ ঈদরে দনি। ঈদরে দনি রোযা রাখা হারাম।

এ আলোচনার আলোকে ‘যলিহজ্জের দশদনি রোযা রাখার ফযলিত’ এমন শরিনোম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- শুধু ৯ দনি রোযা রাখা। ৯ দনিকে ১০ দনি বলা হয়েছে তাগলবিরে ভিত্তিতে (অর্থাত্ দশকরে ভগ্নাংশকে দশক হিসেবে উল্লেখ করার ভিত্তিতে)। [দখুন: ইমাম নববী কৃত সহি মুসলমিরে ব্যাখ্যাগ্রন্থ; হাদিস নং- (১১৭৬)]